COMPILED & CIRCULATED BY

DR. DIPAK SHOM

ASSISTANT PROFESSOR, DEPT.OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

"মহুয়া পালা"

আলোচনা-১ (মহুয়া পালা অবলম্বনে মহুয়া চরিত্র)

আলোচনা-২ (গীতিকা হিসেবে মহুয়া পালার সার্থকতা)

আলোচনা-৩ (মহুয়া পালা অবলম্বনে পালং সই চরিত্র)

আলোচনা-৪ (মহুয়া পালার নাট্যগুণ)

১. মহুয়াপালা অবলম্বনে মহুয়া চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

"কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধমনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?"

[তথ্যসূত্র: মেঘদূত / মানসী / রবীন্দ্রনাথ]

বাংলা লোকসাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ মৈমনসিংহগীতিকা। প্রেমচেতনা নির্ভর যেসকল গীতিকা আলোচ্য সংকলনে স্থান পেয়েছে মহুয়া পালা তাদের মধ্যে অন্যতম। লৌকিক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং প্রেমের শাশ্বত মর্যাদা আলোচ্য গীতিকার মুখ্য সম্পদ।

মহুয়া পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র মহুয়া। ত্যাগে, তিতিক্ষায়, সাহসিকতায় এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বে এমন নারী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। মহুয়াই আলোচ্য পালার নায়িকা চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। মাত্র ছয় মাস বয়সে হুমরা বেদে কর্তৃক অপহৃতা এই ব্রাহ্মণ কন্যা বেদের জীবনচর্যায় লালিত। বেদের দলে থাকার সুবাদে ষোড়শী মহুয়া হয়ে উঠেছে খেলা দেখানোয় যথেষ্ট পারদর্শিনী। আর এই খেলা দেখানোর সূত্রেই নদের চাঁদের সঙ্গে জড়ে উঠেছে তার প্রেমের সম্পর্ক। মহুয়া এবং নদের চাঁদের প্রেমের উত্থান-পতন এবং তার ট্র্যাজিক পরিণতিই আলোচ্য পালার আকর্ষণীয় দিক।

সুন্দরী মহুয়ার রূপের আকর্ষণ যেমন মনমুগ্ধ কর, তেমনি প্রেমের প্রতিও সে ঐকান্তিক। ছয় মাসের শিশুকন্যা যখন ষোড়শীতে পরিণত হয়েছে, তখনই ঘটেছে তার দেহ ও মনের জাগরণ। মহুয়ার অসামান্য রূপের প্রসঙ্গে পল্লী কবি জানিয়েছেন ——

"বাইদ্যার কন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টানে মন,
এই কইন্যা লইয়া বাইদ্যা ভরমে তিরভুবন।"

এইরূপের সৌন্দর্য এবং আন্তরিক মাধুর্য দিয়েই সে জয় করেছে নদের চাঁদের অন্তর, কিন্তু নদের চাঁদ এবং মহুয়ার প্রেমের সম্পর্ক কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি, মহুয়ার জীবনের যাবতীয় বিপত্তি ঘটেছে তার রূপের কারণে। এমেন চর্যা পদকর্তার ভাষায় ——

"অপনা মাংসে হরিনা বৈরী।"

কিন্তু প্রেমের একনিষ্ঠতা মহুয়াকে সমস্ত বিধি নিষেধের আগল ভুলিয়েছে, আবার নারীসুলভ প্রেমের মর্যাদা যে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে. প্রেমের প্রতি এই সুতীব্র আকুতি মহুয়াকে উজ্জ্বলতা দান করেছে বলা চলে,

শুধু প্রেমের একনিষ্ঠতাই নয়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং সংবেদনশীল কার্যাবলিতে মহুয়া উজ্জ্বল, সমগ্র পালার মূল চালিকাশক্তি সে, তার আত্মনির্ভরতা এবং উপস্থিত বুদ্ধি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য, নদের চাঁদকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, সাধু এবং সন্ন্যাসীর খপ্পর থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং প্রেমের মর্যাদা রক্ষায় আত্মবিসর্জন - এসবকিছুই মহুয়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সত্ত্বের পরিচয় তুলে ধরে,

মহুয়া চরিত্রের মধ্যে রয়েছে আপন অতৃপ্ত বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি নিদারুণ আক্ষেপ, নিজের দুর্ভাগ্য পীড়িত জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে বলতে শোনা যায় ———

"পোড়া দেশে দরদী নাই রে, কারে কইবাম কথা,
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের ব্যথা।"

এই বেদনাবোধ চরিত্রটির যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরে।

মহুয়া চরিত্রের মধ্যে প্রকট ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সখীসত্তা, পালং সই এর প্রতি তার আচরণ বন্ধুপ্রীতির পরিচয় তুলে ধরে, তাই প্রথমপ্রেমে কুমারী হৃদয়ের দোলাচলতা পালং সই এর দৃষ্টি এড়ায়নি, আর মরণে জীবনের সংকটময় মুহূর্তে বাঁশী বাজিয়ে পালং সই মহুয়াকে সাবধান করতে চেয়েছে, শুধু তাই নয়, মহুয়া এবং নদের চাঁদের মৃত্যুর পর পালং সই এর যে সেখানে থেকে যাওয়ার মধ্যেও বন্ধুত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

বন্ধুপ্রীতির পাশাপাশি মহুয়া চরিত্রে কন্যাসত্ত্বার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তাই হুমরা বেদের যেমন আদেশ মহুয়া অমান্য করেনি, আবার হুমরা বেদের নির্দেশ মানতে গিয়ে বারে বারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সে, অন্যদিকে হুমরা বেদের প্রতি

আনুগত্য, অন্যদিকে হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব এই দুই এর টানাপোড়েনে মহুয়ার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

মহুয়া ভারতীয় নারী, ভারতীয় নারীসুলভ সতীত্বে এবং প্রেমের একনিষ্ঠতায় সে উজ্জ্বল। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে ভারতীয় নারীর মত ভাগ্যের হাতে সে নিজেকে সমর্পন করেছে

"জনমিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়,
কর্মদোষে এতদিনে প্রান মোর যায়।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আপন ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তার। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জাত-পাতের সংকীর্ণ পন্থী অতিক্রম করে মহুয়া প্রেমের চিরন্তন মর্যাদা রক্ষা করেছে, প্রান দিয়ে মহুয়া প্রমান করে গেছে প্রেমের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু সবকিছুর জন্য প্রেমকে ত্যাগ করা চলে না। পালাটির নামকরনেও মহুয়া চরিত্রের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহুয়া চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যথার্থই বলেছেন

"আমাদের গৃহে গৃহে এইরূপ কোমল ব্রততী অথচ এইরূপ প্রলয় মেঘের বিদ্যুৎ কবে আবির্ভূত হইবে।"

*

গীতিকা হিসেবে মহুয়া পালার সার্থকতা আলোচনা কর।

ইংরেজী Ballad শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে গীতিকা শব্দটি প্রচলিত। যদিও ব্যালাড এবং গীতিকার মধ্যে আনুষ্ঠানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবু আপাততভাবে ব্যালাড অর্থেই গীতিকাকে বোঝায়। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচক ব্যালাড প্রসঙ্গে বলেছেন —

"Ballad is a folk song, that tells a story."

অর্থাৎ গীতিকা হল একবিংশের আখ্যানকেন্দ্রিক লোকসঙ্গীত, এই গীতিকার কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় —

১. গীতিকা আখ্যানধর্মী লোককবিতা, যা মূলত লোকপ্রচলিত উপরে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে।

২. গীতিকা মেরুদণ্ড কাহিনিনির্ভর, তাই কাহিনির অপরিহার্য অংশ হিসেবে মাঝে, চরিত্র এবং পরিবেশ বিকাশ প্রাধান্য পায়।

৩. গীতিকার কাহিনি একমুখী এবং পারিপার্শ্বিকতা বর্জিত।

৪. লোককবিতা হলেও গীতিকায় গীতিরসের প্রাধান্য নেই।

৫. নাটকীয়তার গীতিকার আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৬. গীতিকার কাহিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিনতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

৭. এই জাতীয় লোক রচনার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল হয়।

৮. আধুনিক উপাদানের প্রাদুর্ভাব নেই এই জাতীয় সাহিত্যে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে মহুয়া পালার সার্থকতা বিচার্য।

মৈমনসিংহ গীতিকার একটি উল্লেখযোগ্য পালা মহুয়া, সমালোচকগণের বিচারে আলোচ্য পালাটি সমগ্র সংকলনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"নর-নারীর বাস্তব ও সামাজিক প্রেমচেতনা এই গীতিকার মূল সুর।"

[তথ্যসূত্র: গ্রাম্যসাহিত্য]

মহুয়া পালাতেও এই প্রেমচেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। দুই নর-নারীর জীবনে প্রেমের সূচনা, অন্তরঙ্গতা এবং ট্র্যাজিক পরিনতিই আলোচ্য পালার কেন্দ্রীয় বিষয়। এককথায় একটি নিটোল ঘটনাবৃত্ত স্থান পেয়েছে এই পালায়। আবার পালার কাহিনি বয়ন ঘটেছে লোকপ্রচলিত গল্পের উপর নির্ভর করে। ছয়মাস বয়সে মহুয়ার চুরি হওয়ার ঘটনা থেকে মহুয়া ও নদের চাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত কার্যকারন শৃঙ্খলাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ কাহিনি পালাটিতে স্থান পেয়েছে। কাহিনির প্রয়োজনে বেশকিছু চরিত্র, ঘটনা এবং পরিবেশ স্থান লাভ করেছে। মহুয়া এবং নদের চাঁদের প্রেমের উন্মেষ, নিবিড়তা এবং পরিনতি কাহিনিকে গতিশীল করে তুলেছে বলা চলে।

গীতিকার কাহিনি একমুখী এবং পারিপার্শ্বিকতা বর্জিত হয়। আলোচ্য পালায় একটিমাত্র কাহিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিনতির অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। কোন উপকাহিনির ভারে মূল কাহিনি আচ্ছন্ন হয়নি। বলাবাহুল্য সুজন খলোয়ারের প্রসঙ্গ মূল কাহিনির পরিনতিকে অনেক বেশি শিল্প সম্মত করে তুলেছে।

গীতিরস মহুয়া পালায় আদ্যন্ত বর্তমান, কবিতার আকারে ছন্দোবদ্ধরূপে গায়েনের সুরে পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য পালার কাহিনি। শুধু তাই নয়, পালাটি আদ্যন্ত নাটকীয় লক্ষণযুক্ত, মহুয়া চরিত্রের মধ্য দিয়েই

এই নাটকীয় মুহূর্তগুলি সৃষ্টি হয়েছে, বিভোর করে নদের চাঁদকে হত্যা করতে মহুয়ার ছুরিকা উত্তোলনের ঘটনায়। দর্শক পাঠক হৃদয়ে নাটকীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি হয়।

ভাষা প্রসঙ্গেই বলা যায় সহজ, সরল কথ্য- সর্বজনের বোধগম্যের উপযোগী ভাষা স্থান পেয়েছে এই গীতিকায়, কথ্যের সঙ্গে ভাষায় এসেছে আঞ্চলিকতার সংমিশ্রণ, এই দুই বৈশিষ্ট্য মহুয়া পালাকে গীতিকার পথে উন্নীত করেছে,

গীতিকা ব্যক্তি নিরপেক্ষ রচনা, আলোচ্য পালায় ব্যক্তিক অনুভূতির বিশেষ অবদান্য ঘটেনি, বরং প্রেমের আশ্রিত রূপ অঙ্কনে পল্লী কবি অধিক তৎপর হয়েছেন, পরিবেশ রচনায়ও পালাটি বিশেষ মূল্যের দাবি রাখে, আদিম লোক জীবনের প্রতিনিধি মুসরা বেদে তার কন্যা মহুয়াকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনি পরিকল্পিত বলে বেদিয়াদের আনা এসেছে লোকালয় বিচ্ছিন্ন অরণ্য পরিবেশে, বেদে জীবনের পরিবেশ তথা প্রতিবেশ রচনায় পালাটি সার্থক গীতিকার বৈশিষ্ট্য পালন করেছে,

মহুয়া পালার প্রধান আকর্ষণ প্রেমের তথা মহুয়া ও নদের চাঁদের দুঃখ ভোগের কাহিনি, আধুনিক উপন্যাসের মতো এই কাহিনিটি প্রথমেই চিত্তাকর্ষক, দুঃখের দুষ্কর তপস্যায় মহুয়া কেবলমাত্র আপন আদর্শেরই জয় ঘোষনা করেছে, মূলে মহুয়া নয়, নদের চাঁদ, মুসরা বেদে, পাল্য- এই প্রত্যেক চরিত্রই আত্মপ্রাধান্যে উজ্জ্বল, চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ তথা বিবর্তন যদি গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, তবে আলোচ্য পালায় সেই বৈশিষ্ট্যও যথাযথ রূপে রক্ষিত হয়েছে, সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, গীতিকার সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গ রূপে মহুয়া পালায় অভিব্যক্তি হয়েছে বলে পালাটি সার্থক গীতিকবিতার মর্যাদা লাভ করেছে,

*

পাল্যংসই চরিত্রটি আলোচনা করো।

"মহুয়া পালার মূল মহুয়া চরিত্রের পাশে বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো আরেকটি চরিত্র বর্তমান — পাল্যংসই এর চরিত্র - -- মহুয়ার জীবন ও মৃত্যুর সে সহচরী।"

— ড. সত্যবতী গিরি

মহুয়া পালার এক উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্র পাল্যংসই। মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেম কাহিনির পাশে স্বল্প পরিসরে দু-একটি রেখার আঁচড়ে চরিত্রটির অবয়ব গড়ে উঠেছে। এই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও পাল্যংসই পালা মধ্যে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে বলা চলে।

পাল্যংসই মহুয়ার আবাল্যের ~~সঙ্গিনী~~ সঙ্গিনী। চরিত্রটির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সখীসত্ত্বা অত্যন্ত প্রবল। তাই মহুয়ার ঠাকুরবাড়ির পানে তাকিয়ে থাকার অর্থ বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি, মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেমের সম্পর্ক প্রথমেই উপলব্ধি করেছে এই পাল্যংসই। শুধু উপলব্ধি নয়, সুকৌশলে নদের চাঁদের প্রেমের প্রগাঢ়তাও সে পরিমাপ করতে চেয়েছে। তাইতো মহুয়ার প্রতি তার পরামর্শ ——

"শুন শুন শুন-গ বইন মোর কথাটি রাখ।
সাতদিন না যাও জলের ঘাটে, ঘরে বইস্যা থাক।"

এরমধ্যে দিয়ে চরিত্রটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। মহুয়ার হৃদয় রহস্যের স্বরূপ উন্মোচনে পাল্যংসই এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

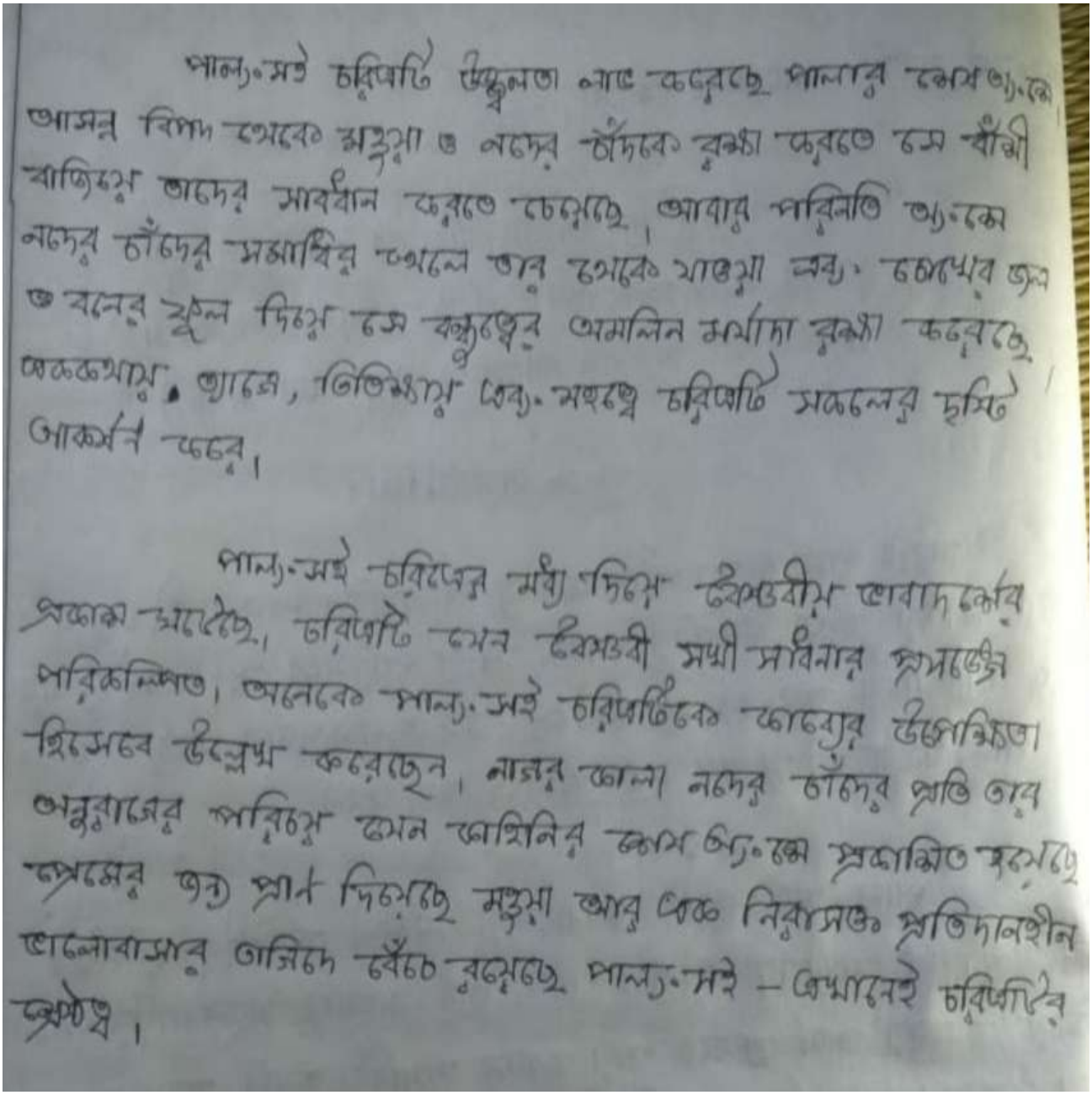

পাল্য-সই চরিত্রটি উজ্জ্বলতা লাভ করেছে পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র আসন্ন বিপদ থেকে মহুয়া ও নদের চাঁদকে রক্ষা করতে সে বাঁশী বাজিয়ে তাদের সাবধান করতে চেয়েছে, আবার পরিনতি অংশে নদের চাঁদের সমাধির ওপরে তার থেকে যাওয়া নশ্বর চোখের জল ও বনের ফুল দিয়ে সে বন্ধুত্বের অমলিন মর্যাদা রক্ষা করেছে। সরলতায়, ত্যাগে, তিতিক্ষায় পাল্য-সহচরী চরিত্রটি সকলের হৃদয়ে আকর্ষন করে।

পাল্য-সই চরিত্রের মধ্য দিয়ে কৈফিয়ৎ তাবাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে, চরিত্রটি যেন কৈফিয়ৎ সখী সমিতির প্রতিভূ পরিকল্পিত, অনেকে পাল্য-সই চরিত্রটিকে কাব্যের উদ্দেশ্যিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, নাগর জনা নদের চাঁদের প্রতি তার অনুরাগের পরিচয় যেন রোহিনির রূপ মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে প্রেমের জন্য প্রান দিয়েছে মহুয়া আর কেও নিরাসক্ত প্রতিদানহীন ভালোবাসার বাজিতে বেঁচে রয়েছে পাল্য-সই – যেখানেই চরিত্রটির শ্রেষ্ঠত্ব।

*

"মহুয়া পালা'র নাট্যগুন প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

গীতিরসের উচ্ছ্বাস বাংলা গীতিকার মূল বৈশিষ্ট্য হলেও নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য প্রতিটি গীতিকাকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে, মহুয়া পালার মধ্যেও এই নাটকীয়তার অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ করা যায়, যেহেতু গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে গীতিকার কাহিনি পরিবেশিত হয় তাই সামগ্রিকভাবে বাংলা গীতিগুলি নাট্যলক্ষণাক্রান্ত,

মহুয়া পালার আদ্যন্ত নাটকীয়তার প্রাচুর্য রয়েছে, সূচনা অংশে দুজরা বেদে কর্তৃক ছয় মাসের শিশুকন্যা ছুরির মতো নাটকীয়, পরবর্তীকালে সাপুড়ী মহুয়ার খেলা দেখানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে নাটকীয় উৎকণ্ঠা, ——————

" দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাঁশে বাজী করে,
নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় সইন্যা বুঝি মরে,"

অতঃপর নদের চাঁদ ও মহুয়ার প্রেমের নানান উত্থান-পতন দর্শক-পাঠকের মনে নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, নাটকীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে নদের চাঁদকে হত্যার ঘটনায়, ——————

" একবার দুইবার তিনবার করি,
উঠাইল নারাইল কন্যা বিষ নক্ষের ছুরি,"

মহুয়ার এই ছুরি উঠানো-নামানোকে কেন্দ্র করে পালাগুলি তীব্র নাট্যোৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, মহুয়ার হৃদয়দ্বন্দ্বও নাটকীয়, সাধু এবং সন্ন্যাসীর প্রস্তরে মহুয়ার জীবন সংকট যখন ঘনীভূত হয়েছে, তখন কাহিনিবৃত্তে সঞ্চারিত হয়েছে চানচান উত্তেজনা, এইসব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অনেকটা

নাট্যস্বস্তি ফিরে এসেছে গভীর অরণ্যে মহুয়া ও নদের চাঁদের দাম্পত্য নীড় রচনায়, আবার পরিণতির সকরুণ অংশটি আখ্যান-বৃত্তের ট্র্যাজিক বেদনাকে প্রকাশ করেছে।

মহুয়া পালার কাহিনি অংশ পর্যালোচনা করলে নাট্যবৃত্তের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ সুস্পষ্ট হয়। কাহিনির সূচনা থেকে পারস্পরিক হৃদয় বিনিময় পর্যন্ত অংশটিকে মুখ বা Exposition হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বেদের দলের পলায়ন, নদের চাঁদের গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা Rising action বা প্রতিমুখ। নদের চাঁদকে হত্যা করতে হুমরার চুরিকা প্রদান এবং মহুয়া ও নদের চাঁদের পলায়ন অংশটিকে Climax বা গর্ভ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সাধু-সন্ন্যাসীর খপ্পর মুক্ত মহুয়া ও নদের চাঁদের সুখী দাম্পত্য জীবন বিমর্ষ বা Falling action এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবার নদের চাঁদ ও মহুয়ার ট্র্যাজিক পরিণতি উপসংহতি বা Catastrophe-র সমতুল। উপকাহিনি বর্জিত আলোচ্য পালায় আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি নিটোল ঘটনাবৃত্ত স্থান পেয়েছে, আবেগ নির্ভর সংলাপের প্রয়োগ পালাটির নাট্যলক্ষণকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। সবমিলিয়ে তাই বলা যায়, সচেতনভাবে নাট্যরচনার শিল্পীত প্রয়াস না থাকলেও নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য আলোচ্য পালাটিকে আকর্ষনীয় করেছে।

*